**ভারতের সুপ্রিম কোর্ট**

**ফৌজদারী আপিলের এখতিয়ার**

**২০২৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৯৫৭**

**কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো**

**আবেদনকারী**

**বনাম**

**বিকাশ মিশ্র**

**প্রতিবাদী**

# রায়

**এম আর শাহ, জে.**

১. ফৌজদারি বিবিধ আবেদনপত্র নম্বর ১৬৩৮/২০২২-এ কলিকাতা হাইকোর্টের ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের রায়ে অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হয়ে হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ ফৌজদারি কার্যবিধি (সি আর পি সি)-র ১৬৭ (২) ধারার আওতায় বিবাদী-অভিযুক্তকে বিধিবদ্ধ/ডিফল্ট জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

২. বর্তমান আবেদনের কারণগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি/৪০৯ ধারা এবং দুর্নীতি দমন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির আওতায় গত ২৭শে নভেম্বর ২০২০সালে কলকাতার এসিবি ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড, সিআইএসএফ, রেল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এর কর্মচারীর বিরুদ্ধে সি বি আই(এ সি বি) এফআইআর/অভিযোগ দায়ের করে।২০২১ সালের ১৬ই এপ্রিল সি বি আই অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রকে গ্রেফতার করে ৭ দিনের জন্য অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে রাখা হয়।তবে, সিবিআই হেফাজতে থাকার সময় প্রতিবাদী অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রকে হসপিটাল এ ভর্তি করা হয়,তাই হেফাজত এ থাকা সত্তেওসি বি আই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেনি ।

২. ১. ২১. ০৪. ২০২১ তারিখে, বিশেষ আদালত দ্বারা প্রতিবাদী অভিযুক্তের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যা সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল।২০২১-এর ৮ ডিসেম্বর বিশেষ আদালত অভিযুক্তের অন্তর্বর্তী জামিন বাতিল করে দেয়। কারণ, নির্দিষ্ট

নির্দেশ সত্ত্বেও তিনি বিশেষ আদালতে হাজিরা দেননি এবং সিবিআই-এর তদন্তে সহযোগিতা করেননি।২০২১-এর ৯ ডিসেম্বর অন্তবর্তীকালীন জামিন বাতিল হওয়ার পর ১১ ডিসেম্বর ২০২১ এ পুনরায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।১২. ১২. ২০২১ থেকে ৮. ০৪. ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকা অবস্থায় অভিযুক্তকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তারপর পুনরায় ৭. ০৫. ২০২২ থেকে ৮. ০৯. ২০২২ তারিখ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২. ২ অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট/রিপোর্ট দাখিল না করার কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ (২) ধারার আওতায় ডিফল্ট জামিনের জন্য আবেদন পেশ করেন।বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক এই যুক্তি দেখিয়ে আবেদনটি খারিজ করে দেন যে, অভিযুক্তের জামিন বাতিল হওয়ার পর তাকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৭ (২) ধারার আওতায় হেফাজতে পাঠানো হয়নিঅভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২তম অধ্যায় অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছে এবং জামিন বাতিল করার জন্য তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে কোর্ট এর জারি করা সমন এর বলে। ২০২২ সালের ১৯শে জুলাই সিবিআই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে এবং একই দিনে বিশেষ আদালত মামলাটি বিচার করার জন্য নেয়।

২. ৩ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৭ (২) ধারার আওতায় অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রের বিধিবদ্ধ/ডিফল্ট জামিনের আবেদন খারিজ করে মাননীয় বিশেষ বিচারপতির রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, বিবাদী-অভিযুক্ত বর্তমান আবেদনকে হাইকোর্টে পেশ করেন।এই রায় ও আদেশে হাইকোর্ট উক্ত আবেদনটি মঞ্জুর করেছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ (২) ধারার আওতায় সংবিধিবদ্ধ/ডিফল্ট জামিনে প্রতিবাদী মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।২০২১ সালের ১১ই ডিসেম্বর এ পুনরায় গ্রেফতার এর ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করা হয়নি এবং তা ১৯.০৭.২২ এয় পেশ হয়।হাইকোর্টের রায় এ অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রকে বিধিবদ্ধ/ডিফল্ট জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশের বিরুদ্ধে সিবিআই বর্তমান আবেদন করেছে।

৩. ২৭. ০২. ২০২৩ তারিখে নোটিশ জারি করার সময়, এই আদালত নিম্নলিখিত আদেশ জারি করেছেঃ

অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার জন্য তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধ বিবেচনা করার জন্য নোটিশ জারি করুন, যাতে তা ১৩. ০৩. ২০২৩ তারিখে ফেরত দেওয়া যায়।শ্রী রজত সেহগাল, বিজ্ঞ কৌঁসুলি, বিবাদীর পক্ষে নোটিশ গ্রহণ করেছেন যিনি বর্তমানে ক্যাভিয়াটে আছেন।প্রথম দশটি বিষয়ের মধ্যে অবহিত করতে হবে।"

4. সিবিআই-এর পক্ষে উপস্থিত  হয়ে অভিজ্ঞ এএসজি শ্রীমতী ঐশ্বর্য ভাটি জোরালোভাবে জানান যে সিবিআই ১৬ই এপ্রিল, ২০২১ থেকে ২২শে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত সাত দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রিমান্ড পেয়েছে।এটি জানানো হয় যে যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং তারপরে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান যা পরবর্তীতে ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে বাতিল করা হয়,সিবিআই পুলিশি হেফাজতে রিমান্ড ব্যবহার করতে পারেনি যা ১৬ই এপ্রিল, ২০২১  তারিখে মহমান্য বিশেষ বিচারক দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

৪. ১ এই মর্মে জানানো হয় যে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের রিমান্ড মঞ্জুর করার আদেশ শেষ হয়ে গেছে আর তাই সিবিআইকে বাকি সাত দিনের জন্য অভিযুক্তদের পুলিশি হেফাজতের রিমান্ড দেওয়া উচিত।

৪. ২.  এইরকমভাবে দাখিল করা হয় যে, বিবাদী-অভিযুক্ত সর্বত্র কোন না কোন কারণে নিজেকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পেরেছে এবং তাই বিশেষ বিচারক দ্বারা অনুমোদিত পুলিশ রিমান্ডের আদেশটি সর্বোতভাবে ব্যর্থ হয়েছে।এটা দাখিল করা হয়েছে যে, আদালতের প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করতে কাউকেই অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৪. ৩ উপরোক্ত স্বীকারোক্তিগুলি করতে গিয়ে, প্রতিবাদী-অভিযুক্তকে বাকি সাত দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়, যা প্রত্যর্থী নিজেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার এবং অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি পাওয়ার কারণে সিবিআই ব্যবহার করতে পারেনি।

বর্তমান আবেদন এবং আরও পুলিশ হেফাজতের জন্য সিবিআইয়ের অনুরোধের তীব্র বিরোধিতা করেছেন শ্রী নীরজ কিষাণ কাউল, যিনি বিবাদী পক্ষের  বরিষ্ঠ আইনজীবী।

৫. ১ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বনাম অনুপম জে কুলকার্নির মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, (১৯৯২) ৩ এসসিসি ১৪১-তে যা রিপোর্ট করা

হয়েছে।(২০০০) ৯ এসসিসি ২৬৬-এ প্রকাশিত বুধ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্যের মামলার পরবর্তী সিদ্ধান্তে অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নীরজ কিষাণ কাউল জোড়ালভাবে দাখিল করেছেন যে, গ্রেফতারির তারিখ থেকে প্রথম ১৫ দিনের পরে কোনও পুলিশ হেফাজত দেওয়া বা অনুমতি দেওয়া যাবে না।তাই গ্রেফতারের তারিখ থেকে ১৫ দিনের বেশি পুলিশি হেফাজত গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. ২ আরও দাখিল করা হয়েছে যে, এমনকি বর্তমান মামলাতেও বিবাদী-অভিযুক্তকে সময়ে সময়ে তার গুরুতর এবং ভঙ্গুর শারীরিক অবস্থার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।১৮. ০৪. ২০২১ তারিখে প্রতিবাদীবাদীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আপিলকারী সংস্থা নিজেরাই হাসপাতালে ভর্তি করেএরপর ২০২১ সালের ২০ এপ্রিল এবংঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি সরকারি হাসপাএবংলে স্থানান্তরিত করা হয উন্নত চিকিৎসা ও চিকিৎসা -সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার জন্য।তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, অভিযুক্ত দ্বারা হেফাজত থেকে পালানোর পক্ষে এমন কোনও তত্ব ছিল নাঅভিযুক্ত ব্যক্তি ১৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন গ্রেফতারি এড়ানোর জন্য

৫. ৩ তে আরও বলা হয়েছে যে ৮. ০৪. ২০২২ থেকে ১৮. ০৪. ২০২২ তারিখের মধ্যে যখন প্রতিবাদীকে অন্য একটি মামলায় পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল, সেই সময়ও তাকে বর্তমান আরসিতেও ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।এটা বলা হয়েছে যে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদী অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।এটা বলা হয়েছে যে সিবিআই-এর তরফ থেকে আসামিদের পুলিশি হেফাজতে রাখার জন্য যে প্রার্থনা করা হয়েছে তা মঞ্জুর নাও হতে পারে।

৫. ৪ অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নীরজ কিষাণ কাউল সহ অভিযুক্তের দ্বারা দাখিল করা স্পেশাল লিভ পিটিশন (ক্রিমিনাল)- জার নাম্বার ১৬২০-১৬২১/২০২১ এর বকেয়া মামলার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে সিবিআইয়ের তদন্ত নিজেই চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এবং এই আদালত একটি অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়েছে যে বিশেষ ছুটির আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

৫. ৫ উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করে, বর্তমান আপীলটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৬. আমরা দীর্ঘ সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষের পরামর্শ সুনেছি।

বাকি সাত দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতের জন্য সিবিআইয়ের আবেদন বিবেচনা করার সময়, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক ১৬ই এপ্রিল, ২০২১ তারিখে আভিজুক্ত বিবাদীর সাত দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছেন।সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।তবে, সাত দিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হওয়ার আগেই এবং সিবিআইয়ের পূর্ণ সাত দিনের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষমতা প্রয়োগের আগেই, বিশেষ বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআইয়ের কাছে উপলব্ধ থাকায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৮ই এপ্রিল, ২০২১ তারিখে হাসপাতালে ভর্তি হন।২০২১-এর ২১ এপ্রিল বিশেষ বিচারক অভিযুক্তের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন।আইনের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী একবার জামিনে/অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি পেলে সেই সময়ের মধ্যে কোনও পুলিশ হেফাজত থাকতে পারে না।তাই, পুলিশ হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও সিবিআই অভিযুক্তকে পুরো সাত দিন ধরে জেরা করতে পারেনি যা অন্যথায় সিবিআইয়ের অধিকার ছিল।এরপর, অন্তবর্তীকালীন জামিনের সময়েও অভিযুক্ত সময়ে সময়ে হাসপাতালে ছিলেন, যা সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল।এরপর, ২০২১-এর ৮ ডিসেম্বরের নির্দেশে বিশেষ বিচারক অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের বিষয়টি বাতিল করে দেন এটা দেখে যে , প্রতিবাদী আভিজুক্ত ব্যক্তি অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের অপব্যবহার করেছেন এবং তদন্তে সিবিআইকে তাদন্তে সহযোগিতা করেননি এবং যে তার হাসপাতালে ভর্তির কোনো বৈধ কারণ ছিল না।

বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক আরও বলেন, অভিযুক্তের অসহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় হেফাজত/পুলিশ হেফাজতে থাকা অভিযুক্তকে জেরা করার প্রয়োজন রয়েছে।অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বাতিল করে ২০২১-এর ৮ ডিসেম্বরের নির্দেশে বিশেষ বিচারপতির কিছু মন্তব্য প্রাসঙ্গিক, যা নিম্নরূপ:

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনেছি, সিডি এবং কেস রেকর্ডে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেছি এবং বিবেচনা করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি জমা দেওয়া হয়েছে এবং মনে করা হচ্ছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনও প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করেননি বা তার ন্যায়বিচার থেকে পালানোর সম্ভাবনা নেই।বিচারাধীন বর্তমান আবেদনের একমাত্র দিকটি হল অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদের সামনে উপস্থিত থাকার সময়

তদন্তকারী সংস্থাকে সহযোগিতা না করে ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।এর জন্য আমি এখানে এসেছি অভিযোগটি কতটা সত্য এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ধরনের কথিত অসহযোগিতা তার জামিনের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য যথেষ্ট কারণ কিনা এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৭ (৫) ধারা প্রয়োগ করে তাকে আবার হেফাজতে পাঠানোর জন্য।তাঁকে যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছে, তার উত্তর তদন্তের সময় ১০ জনের দ্বারা সংগৃহীত ডকুমেন্টারি প্রমাণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়।ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬১ এবং ১৬৪ ধারায় সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে রয়েছে অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ইত্যাদি যা থেকে বোঝা যায় যে আভিজুক্ত অনেক টাকা অচেনা মানুস দের দিয়েছে । এই অর্থ পাচারের সঙ্গে অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের, তা সরকারি কর্মচারী হোক বা না হোক, প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। সাধারণ বিচক্ষণরা বুঝতে পারবেন যে, এই তথ্যগুলি প্রকাশ না করা হলে তদন্ত মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং সম্পূর্ণ সত্য কখনই উদ্ঘাটিত হবে না।এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রেখে হেফাজতে নিয়ে জেরা প্রয়োজন।

আমি এটাও বলতে রাজি হয়েছি যে এই অসহযোগিতা সচেতনভাবে সক্রিয় এবং পূর্ব পরিকল্পিত এবং এটি অনুমান করার জন্য যথেষ্ট যে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জামিনের স্বাধীনতার ইচ্ছাকৃত অপব্যবহার যা তিনি কেবলমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে পেয়েছেন।এই স্বাধীনতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার প্রশংসা অবশ্যই জনসাধারণের সুবিচারের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করবে।অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব, অন্তর্বর্তী জামিনের আগে ও পরে সংগৃহীত প্রমাণের চরিত্র, বর্তমান পরিস্থিতি এবং তদন্তের অগ্রগতিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিকল্পিত অনীহা এবং জনসাধারণ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ আমাকে এই বিচার বিভাগীয় অনুমান করতে অনুপ্রাণিত করেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আর ২১. ০৪. ২০২১ তারিখে প্রদত্ত অন্তর্বর্তী জামিনের স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া উচিত নয় এবং যা সময় সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবীরা বর্তমান মামলার বাস্তব ম্যাট্রিক্সের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাই আলাদা করে উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন নেই।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সরবরাহকৃত নথিপত্র থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাওয়ার সময় তিনি যে অবস্থায় ছিলেন

তার চেয়ে অবশ্যই ভাল আছেন এবং শারীরিক ও মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ দিয়েছেনকিন্তু এটাই তাকে সেই কঠোর কারাবাস থেকে রক্ষা করবে না, যেখানে তার থাকার কথা ছিল।

যদি অসুস্থতা থাকে, তা হলে ব্যক্তি গুরুতর হওয়ার সময় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেতেন না.চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রে এমন কিছু নেই যা ধরা যেতে পারে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে চলাফেরা করার, চিন্তা করার বা কথা বলার জন্য যথেষ্ট সুস্থ নয়, যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবী অনুরোধ করেছিলেন।এর বিপরীতে দেখা গেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই মামলা শুরু হওয়ার আগে থেকেই সিরোসিস অফ লিভার এ ভুগছিলেন এবং তার স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি - অবনতি ছিল।সেজন্য এই আদালত তাঁর দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার আবেদনে সত্যকে নিমজ্জিত হতে দিতে পারে না।

আজ জমা দেওয়া মেডিকেল রিপোর্টে দেখা গেছে যে আজ বেলা ১২. ১০ মিনিটে তিনি নিজেকে অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন যেখানে তাঁর পরীক্ষা করা হয় এবং একজন বিশেষজ্ঞ পালমোনোলজিস্টের অধীনে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনির্দিষ্ট ওয়ার্ডে (ডিলাক্স) তাকে সহজেই ভর্তি করা হয়।উল্লেখ করা যেতে পারে, যে নথিগুলি পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, জরুরি ভর্তি সংক্রান্ত পরামর্শ ফর্মটি হাতে লিখে বাতিল করে সরাসরি ভর্তি সংক্রান্ত পরামর্শ ফর্ম করা হয়েছে এবং পুনঃ পুনঃ লেখার জন্যে বেড নাম্বার বোঝা যাছে না।ভর্তির জন্য যে ফর্মটি জমা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে রোগীর প্রত্যাশিত থাকার সময়সীমা শূন্য।এমনকি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফুসফুসের সংক্রমণ সন্দেহ করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, তা এই আদালতের দ্বারা উপরে উল্লেখিত বিরূপ অনুসিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করে দেয় না।সুনির্দিষ্ট তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচার বিভাগীয় নজরদারির মাধ্যমে জোরপূর্বক অংশগ্রহণের বিষয়টি এখন অপরিহার্য এবং অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে।

৭. উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতি এবং অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বাতিল করার সময় বিদ্বান বিশেষ বিচারপতির পর্যবেক্ষণের আলোকে, অনুপম জে কুলকার্নির ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৭. ১ এটা সত্য যে, অনুপম জে কুলকার্নির ক্ষেত্রে (উপরোক্ত), এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, গ্রেপ্তারের তারিখ থেকে ১৫ দিনের পরে কোনও পুলিশ হেফাজত থাকতে পারে না।আমাদের মতে, এই আদালত অনুপম জে কুলকার্নির ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।আমরা যখন অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নীরজ কিষাণ কৌলকে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করি যে একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে বিজ্ঞ বিচার/বিশেষ আদালত ভুলবশত পুলিশ হেফাজতের অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারে যা ১৫ দিনের মধ্যে প্রার্থনা করা হয়েছিল এবং/অথবা গ্রেপ্তারের তারিখে অবিলম্বে এবং তারপরে তদন্তকারী সংস্থা/বিশেষ আদালতের দ্বারা প্রদত্ত আদেশটিকে উচ্চতর আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়, যেমন দায়রা আদালত বা উচ্চ আদালত এবং উচ্চতর আদালত পুলিশ হেফাজত দিতে অস্বীকার করা বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৫ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই, তখন কী অবস্থান হবে?

প্রবীণ আইনজীবীরা আদালতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই।

৮. যাই হোক না কেন, বর্তমান মামলার ঘটনাগুলি খুবই স্পষ্ট।১৬. ০৪. ২০২১ তারিখে বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক বিবাদীপক্ষ- অভিযুক্তদের ২২. ০৪. ২০২১ পর্যন্ত ৭ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখার অনুমতি দেন,২০২১ সালের ১৮ এপ্রিল পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ২১ এপ্রিল অন্তবর্তীকালীন জামিন পান।বিজ্ঞ বিশেষ বিচারক যখন তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন বাতিল করেন, তখন তিনি বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তার অপব্যবহার করেছেন এবং অন্তর্বর্তী জামিনের সময় তিনি তদন্তকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করেননি।এর পুনরাবৃত্তির মূল্য দিতে গিয়ে দেখা গেছে, সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের প্রাথমিক আদেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।তবে, উপরোক্ত কারণগুলির জন্য অভিযুক্তকে ১৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং তারপরে ২১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অন্তর্বর্তী জামিন পাওয়ার কারণে সিবিআই অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেনি।এইভাবে, বিবাদী-অভিযুক্ত বিজ্ঞ বিশেষ বিচারকের দেওয়া পুলিশ হেফাজতের আদেশের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা সফলভাবে এড়াতে পেরেছে।

কোনও অভিযুক্তকে তদন্ত বা আদালতের প্রক্রিয়া নিয়ে খেলা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।কোনও অভিযুক্তকেই তার আচরণের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করার অনুমতি দেওয়া যায় না।এটি বিতর্কিত হতে পারে না যে, তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ/তদন্তের অধিকারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, যা অভিযুক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং সফলভাবে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে।তাই, বাকি সাত দিনের জন্য সিবিআই-কে পুলিশ হেফাজতে রেখে জেরা করার অনুমতি না দিলে, তা হবে এমন এক অভিযুক্তকে প্রিমিয়াম দেওয়া, যে বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করতে সফল হয়েছে।

৯. এখন এই আদালতে সহ-অভিযুক্তদের যে স্পেশাল লিভ পিটিশন (ক্রিমিনাল) নং ১৬২০-১৬২১/২০২১-এর অনিষ্পন্ন থাকার বিষয়ে এবং অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও বলপ্রয়োগ করা হবে না, সে সম্পর্কে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে,উল্লেখ করা যেতে পারে, সহ-অভিযুক্তের নির্দেশে স্পেশাল লিভ পিটিশন অনিষ্পন্ন থাকার সঙ্গে বর্তমান মামলার কোনও সম্পর্ক নেই।এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান মামলার অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্র একই ধরনের বিশেষ অনুমতি পিটিশন দাখিল করেছিলেন।তবে, এই আদালত ফৌজদারি আপীল নং ৯৫৭/২০২৩-এর মাধ্যমে বিশেষ লিভ পিটিশন দাখিল করে বিবাদী-অভিযুক্তকে আইনানুগ ভাবে প্রতিকার পাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

১০. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, বর্তমান আবেদনটি সফল হয়েছে।প্রতিবাদীকে ৪ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখার অনুমতি আবেদনকারী-সি বি আইকে হয়েছে।(২০২১-এর ১৬ই এপ্রিল বিশেষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে, উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, সিবিআই কেবলমাত্র আড়াই দিনের জন্য প্রতিবাদী-অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং তাই সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের পুরো সময়কালের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না)।

১১. তদনুসারে বর্তমান আপীলটি উপরিউক্ত বিস্তৃতিতে অনুমোদিত হয়েছে।

**...জে [এম আর শাহ]**

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল, ২০২৩।

জজ , [সি. টি. রবিকুমার]

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.